



150840 - কোন মুসলমানের জন্য অমুসলমিরে ঘরে অবস্থান করা ও সখোনে নামায পড়া কজিয়াযে?

প্রশ্ন

আমরা মুসলমান হিসেবে অমুসলমিরে ঘরে অবস্থান করা ও তাদের ঘরে নামায আদায় করা কি আমাদের জন্য জায়যে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মুসলমানের জন্য অমুসলমিরে ঘরে অবস্থান করা— সে ঘর ক্রয় করা কিংবা ভাড়া নেয়ার মাধ্যমে— জায়যে। সে ক্ষেত্রে ঐ মুসলমানের কর্তব্য হবে ঘরটিকে পবিত্র করে নেয়া; কেননা সে ঘরে শরিক ও পাপকর্মের আলামতগুলো থেকে যত্নে পারবে; যমেন হারাম ছবি থাকা কিংবা মদজাতীয় কোন নাপাকী থাকা।

আর যদি সে অবস্থান আতখিয়েতার সূত্রে, বন্ধুত্বের সূত্রে কিংবা পরচিতিরি সূত্রে হয় তাহলে এমন অবস্থান একান্ত নরিপায় অবস্থা ও প্রয়োজনের তাগদি ছাড়া যেন না হয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণভাবে বলছেন: “তুমি মুমনি ছাড়া অন্য কারো সাথে হবে না। আর মুতাকী ছাড়া অন্য কউ যেন তোমার খাদ্য না খায়”।[সুনানে তরিমযি (২৩৯৫), আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলছেন]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীতে আরও এসছে- “ব্যক্তি তার বন্ধুর ধর্মে অনুসারী হয়। কাজিই, তোমাদের দেখা উচিত— কার সাথে বন্ধুত্ব করছো।”[সুনানে আবু দাউদ (৪৮৩৩), আলবানী ‘সহি আবু দাউদ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান আখ্যায়তি করছেন]

আওনুল মাবুদ গ্রন্থে বলা হয়েছে— ব্যক্তি যেন ভবে-চিন্তে দেখে সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে; অতএব যার দ্বীনদারি ও চরিত্রের প্রতি সে সন্তুষ্ট হয় তার সাথে বন্ধুত্ব গড়বে। আর যদি তার দ্বীনদারি ও চরিত্রের প্রতি সন্তুষ্ট না হয় সে যেন তাকে পরহির করে। কারণ মানব প্রকৃতি প্রভাবিত হয়ে থাকে।[সমাপ্ত]

আর অমুসলমিরে ঘরে নামায আদায় করতে সমস্যা নই; যদি যে স্থানটিতে নামায পড়ছে সে স্থানটি পবিত্র হয় এবং সে স্থানে কোন ছবি বা মূর্তি না থাকে; যগুলোকে তারা সম্মান করে থাকে, পূজা করে থাকে। যহেতু এ সংক্রান্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীটি সাধারণ: “আমার জন্য গোটা জমিনকে সজেদার স্থান ও পবিত্র করা হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের যেকোন ব্যক্তি যখনে থাকুক না কেনে নামাযের সময় হলে সে যেন নামায আদায় করে।”[সহি



বুখারী (৩২৩) ও সহহি মুসলিমি (৮১০)]

অতএব, গোট পৃথিবী সজেদারস্থান। মুসলিমিরে জন্য গোট পৃথিবীতে নামায পড়া জায়যে। তবে দলিল-প্রমাণে যদি বিশেষ কোন স্থানকে বাদ দিয়ে সসেস্থানগুলো ছাড়া; যমেন- কবরস্থান, হাম্মামখানা ও উট বাঁধারস্থান ইত্যাদি। আরও জানতে দেখুন 13705 ও 140208 নং প্রশ্নোত্তর।

ইবনে আব্দুল বারর 'তামহীদ' নামক গ্রন্থে (৫/২২৭) বলেন:

ইমাম বুখারী উল্লেখ করছেন যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বধিরমীদরে উপাসনালয়ে নামায পড়তেন; যদি সেখানে মূর্তি না থাকত। আইয়ুব, উবাইদুল্লাহ বনি উমর ও অন্যান্যরা নাফে থেকে তনি উমর (রাঃ) এর আযাদকৃত দাস আসলাম থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রাঃ) যখন শামে আসলেন তখন খ্রিস্টানদের এক প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁকে নমিন্ত্রণ করল। তখন উমর (রাঃ) বললেন: আমরা তোমাদের গীর্জাগুলোতে প্রবশে করি না ও সেখানে নামায আদায় করি না সেগুলোতে ছবি ও মূর্তি থাকার কারণে।

সুতরাং বুঝা গলে, উমর (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) কেবল মূর্তি থাকার কারণে সেখানে নামায আদায় করাকে মাকরুহ মনে করতেন।

অতএব, নামাযের স্থানে যদি মূর্তি বা এ জাতীয় কিছু না থাকে এবং স্থানটি পবিত্র হয় তাহলে সেখানে নামায পড়া জায়যে।

আল্লাহই ভাল জানেন।